সুফী মতবাদের ক্রমবিকাশ

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান মানিক

সুফী মতবাদকে ইসলামী মরমীবাদ বা অতীন্দ্রিয়বাদ বলা হয়। ধর্মীয় দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনেই মানবজীবনের সার্থকতা। এই মিলন বা একাত্মবোধ জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত এই মিলন কোন জ্ঞানপ্রসূত বা কোন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ামূলক নয়। এই মিলন একান্তভাবে হৃদয়প্রসূত। এই মিলনে মানুষের ব্যক্তিগত সত্তার রূপান্তরে ঐশী সত্তার গুণ লাভ করে। ঐশী ঐক্য লাভই সুফীদের মূল বা চরম লক্ষ্য। মানুষের "আমিত্ব" পরিহার করাই সুফীদের শিক্ষার মূল কথা।

পেয়ারা নবী হযরত মুহম্মদ মুস্তফার (সাঃ) হেরা পর্বতের নির্জন আরাধনা, ভোগবিলাসহীন সহজ সরল জীবন-যাপন, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা ও তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি সুফীবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মানব আত্মা ও পরম আত্মা, বিশ্বজগৎ ও পরম সত্তার মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে হযরত মুহম্মদের (সাঃ) উক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি সুফীবাদের মূল ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়।

হযরত মুহম্মদের (সাঃ) মৃত্যুর প্রায় ২০০ বছরের মধ্যে সুফী নামটি মুসলমান সমাজে প্রচলিত হয়। এই প্রাচীন 'সুফী' মতে কোন দার্শনিক তত্ত্ব, আল্লাহ্‌ তত্ত্ব, আত্মা বা আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। এক্ষেত্রে মরমীবাদ বা অতীন্দ্রিয়বাদের বদলে নীতির প্রভাবই বেশী দেখা যায়। এই মতবাদের অনুসারিগণ আল্লাহকে সর্বশক্তিমান, বিচারকর্তা ও দন্ডবিধানকর্তা মনে করিতেন এবং পাপ সম্পর্কে সর্বদা ভীত থাকিতেন। পাপের অনিবার্য ফল দোজখের শাস্তি, আর এই শাস্তি হইতে মুক্তিলাভের আশায় তাহারা পার্থিব সুখ ও ভোগ পরিত্যাগ করিয়া সর্বত্যাগী উদাসীনের মতো জীবনযাপন করিতেন। পরে আল্লাহর প্রতি মানুষের প্রেম, ভালবাসা ও ভক্তিকে সুফীবাদের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। স্বনামধন্য সুফী তাপসী রাবেয়ার (খ্রীঃ ৭১৩-৮০১) সময় হইতে সুফী যুগের সূচনা হয়। তাপসী রাবেয়া রহী (রঃ) তাঁহার মোনাজাতে বলিতেন ঃ "হে প্রভু, যদি আমি কেবল দোজখ যন্ত্রণা হইতে রক্ষার জন্য তোমার উপাসনা করিয়া থাকি, তবে আমাকে দোজখ অগ্নিতে দগ্ধ কর। যদি আমি কেবল বেহেস্তের সুখ লাভের আশাতে তোমার উপাসনা করিয়া থাকি, তবে আমাকে স্বর্গসুখ হইতে বঞ্চিত কর। কিন্তু আমি যদি কেবল তোমারই জন্য তোমার উপাসনা করিয়া থাকি তবে আমার নিকট তোমার চিরন্তন সৌন্দর্য ও মাধুর্য পরিস্ফুট কর।"

সুফী মতবাদের নূতন যুগ আরম্ভ হয় খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকের প্রথমার্ধে। এই নব সুফীমত ক্রমে ইসলাম বহির্ভূত অনেক মতবাদ দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়। ভারতীয় বেদান্ত দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, নব্য প্লেটোবাদী দর্শন, বিশেষ করিয়া প্লটিনাসের মতবাদ, খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসবাদ বা অতীন্দ্রিয়বাদ, পারসিক ভাবধারা প্রভৃতি প্রভাবের সম্মিলিত ফল বলিয়া অনেক পন্ডিত অনুমান করেন। তবে, কোরআনের একত্ববাদের প্রভাব যে সুফীবাদের মূলে সক্রিয় এবং কোরআন ও হাদীসই যে মূল উৎস, তাহাও সকলে স্বীকার করেন। আবার কোন কোন পন্ডিত বলেন যে, এই নূতন সুফী মতবাদের উদ্ভবের পিছনে ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক এবং দার্শনিক কারণ। উমাইয়া যুগের রাষ্ট্রীয় অন্তর্বিপ্লব ও বিশৃংখলা, আপ্পাসীয় যুগের সন্দেহবাদ, বুদ্ধিবাদ, তর্ক যুক্তিবাদ, ধর্মতত্ত্ববিদগণের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও অন্তঃসারশূন্য অনুষ্ঠানপ্রিয়তা প্রভৃতি অনেকের মতে এই সুফী মতবাদ উদ্ভবের কারণ। যাহা হউক, নূতন সুফীবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, বিশ্বজগতে আল্লাহ্‌ একমাত্র সত্তা ও তিনি অনন্ত প্রেমময় সত্তা। আল্লাহর প্রেম লাভ করা মানবজীবনের প্রধান কাম্য। আল্লাহকে ভালবাসার প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহর সাথে প্রেমের মাঝে মিলনের পূর্ণ আনন্দ অনুভব করা। আল্লাহর সাথে এই প্রেম ও মিলন নূতন সুফী মতের বৈশিষ্ট্য।

> *সুফী মতবাদ স্রেফ দর্শন নয়, যুক্তি-তর্কে ইহার পরিচয় বিধৃত হয় না। সুফী মতবাদের স্থান হৃদয়ে, অন্তরের অন্তঃস্থলে, গভীর অনুভূতির মধ্যে। ইবনুল আরাবী, ইমাম গাজ্জালী, শেখ ফরিদউদ্দিন আত্তার, জালালউদ্দিন রুমী, কবি শেখ সাদী, কবি হাফিজ প্রমুখ মনীষী যুগে যুগে সুফী মতবাদকে শক্তি যোগাইয়াছেন, পুষ্ট করিয়াছেন। সুফী মতবাদের উৎস আল-কোরআন। তবে তাহাদের অনেকে কোরআনের জাহির বা ব্যক্ত অর্থের মধ্যেও গুপ্ত অর্থ সন্ধান করেন।*

নূতন সুফীবাদ প্রথমে বিধিবদ্ধ ও সুশৃংখলভাবে উপস্থাপিত করেন তাঁহার নাম যুননুন মিসরী (মৃত্যু ৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে), তিনি মিসরের অধিবাসী, সৎপথ প্রদর্শকদের অগ্রণী, সাধনায় একজন অলৌকিক জ্ঞান শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সুফিগণ তাঁহাকে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের আদি মুর্শীদ বলেন। তাঁহার মতে–"তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি প্রতিদিন ধীরে ধীরে নম্র ও অবনত হয়, কারণ প্রতিমুহূর্তে সে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে নিকটতর হয়।" "অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের আলোকের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌ অন্তরের অন্তরালে তাঁহার বাণী প্রেরণ করেন। যুননুনের (রঃ) সুফী মতবাদে যিনি অনুপ্রেরণা দেন, তিনি বায়েজিদ বোস্তামী (মৃত্যু খ্রীঃ-৮৭৪-৮৭৫)। বায়েজিদ বোস্তামীই (রঃ) প্রথমে 'ফানাবাদ' প্রবর্তন করেন। তাহারপর মনসুর হাল্লাজের (রঃ) নাম (খ্রীঃ ৮৫৪-৯২২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাল্লাজ (রঃ) আল্লাহ্‌ ও মানবের একাত্মতার প্রথম প্রচারক। তাঁহার মতে, যখন ঐশী সত্তার সাথে মানবসত্তা মিশিয়া যায়, তখন সেই অলি আল্লাহ্‌ ব্যক্তিগত দ্রষ্টায় পরিণত হয় এবং বলেন, 'অনাল হক' আমি সৃষ্টিশীল সত্য। হাল্লাজ (রঃ) নিজে বলিয়াছেন 'আনাল হক'। তাঁহার এই উক্তি ইসলামী শরিয়ত বিরোধী মনে হওয়ায় তিনি কারারুদ্ধ হন এবং ৭ বছর বাগদাদের কারাগারে কাটান। তাহারপর সাত মাস ধরিয়া বিচারের পর তাঁহার মৃত্যুদন্ড হয় এবং নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহাকে হত্যা করা হয়। হাল্লাজের মতানুসারে আল্লাহ্‌র সত্তার সারবস্তু প্রেম। সৃষ্টির পূর্বে তিনি নিজেকেই নিজে ভালবাসিতেন এবং প্রেমে নিজের স্বরূপ নিজের কাছে প্রকাশ করিতেন। তাহারপর বাহিরে সেই প্রেমের বহিঃপ্রকাশ দেখার জন্য তিনি তাঁহার একটি প্রতিরূপ সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাকে তাহার সমস্ত গুণ দ্বারা ভূষিত করেন। আল্লাহর এই সৃষ্টি বা প্রকাশই আদম। এই আদমের মধ্য দিয়া এবং আদমের দ্বারাই আল্লাহ্‌র অভিব্যক্ত, আল্লাহ্‌ আদমে রূপায়িত। জালালউদ্দিন রুমী (রঃ) এই মতবাদ সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

হাল্লাজ (রঃ)-এর পর স্পেন দেশীয় বিখ্যাত যুক্তিবাদী সুফী দার্শনিক ইবনুল আরাবী (১১৬৫-১২৪৩ খ্রীঃ) সুফী মতবাদকে পূর্ণ তত্ত্বদর্শন সমন্বিত করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। হাল্লাজের কাছে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী। মুতাজিলা, আসারিয়া, কারমাথিয়া, ইখাখুর্ন সাফা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রভাবে তিনি প্রভাবিত। এরিষ্টটল ও প্লেটোর দর্শন মুসলিম দার্শনিকদের হাতে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও ইসলামী রঙে রঞ্জিত হইয়া তাঁহার কাছে পৌছে। তাঁহার উপর প্লটিনাস ও স্টোয়িকদের প্রভাবও কম নয়। স্পেন দেশীয় সুফী ইবনে মাসররা ও তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রভাবেও তিনি প্রভাবিত হন। তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের কাছ হইতে তাঁহার দর্শনের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কোরআন ও হাদীসের আলোকে "ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ" মতবাদ গড়িয়া তোলেন। তাঁহার মতবাদকে "সর্বেশ্বরবাদ," বিশ্বাত্মাবাদ ও ইংরেজীতে "প্যানথেইজম" বলা হয়। ইবনুল আরাবীর "ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ" মতবাদ অনুসারে আল্লাহ্‌ বিশ্ব মাঝে ব্যাপ্ত আছেন। এই বিশ্বজগৎ আল্লাহ্‌ সত্তাময়। আল্লাহ্‌ ও বিশ্বে কোন ভেদাভেদ নাই। সমগ্র বিশ্বজগতেই আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহই সমগ্র বিশ্বজগৎ।

যেসকল সুফী ইসলামের সাথে সুফী মতের সামঞ্জস্য সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইমাম আবু হামিদ গাজ্জালীর (১০৫৮-১১১১ খ্রীঃ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত শরিয়তপন্থী মুসলমানরা সুফীদের খাঁটি মুসলমান হিসাবে বিবেচনা করিতেন না। কারণ, আল্লাহর ধ্যানে তন্ময় অবস্থায় অনেক সময় তাঁহারা শরিয়ত বিরোধী অনেক কথা প্রকাশ করিতেন। আল গাজ্জালী (রঃ) বলেন যে, শরিয়ত বিধানের উপর নিষ্ঠাবান থাকিয়া সুফীদের মারেফাত সাধন করিতে হয়। তিনি সুফীদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দান করিয়া শরিয়ত ও মারেফাত অর্থাৎ শাস্ত্রপন্থী মুসলমান ও সুফীদের মধ্যকার বিরোধ দূর করিয়া ইসলামী সাধনার পূর্ণতা দান করেন। সুফী মতবাদ যে ইসলাম ধর্মসম্মত মতবাদ, তিনি তাহা প্রমাণ করেন। তাঁহার 'এহিয়া-উল-উলুম', তাহাফাতুল ফালাসিফী প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার সর্বমুখী প্রতিভা ও সর্বশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

সুফী জগতের এক পুরুষ ও কবিশ্রেষ্ঠ শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তারের (রঃ) নাম (৫১২ হিজরী, ১১১৮ হতে ১২২৯ খ্রীঃ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' ও মন্তকৃত তায়েব সুফী দর্শনের বিখ্যাত গ্রন্থ। বর্তমান যুগে পরিহৃতপন্থী মৌলানারা তাঁহাকে ও তাঁহার রচনাকে সম্যকরূপে বুঝিতে সক্ষম না হইবার ফলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পরিবর্তে, তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহের অভিযোগ আনেন। ফলশ্রুতিতে তাঁহার সবকিছু লুণ্ঠিত হয়, গ্রন্থ ভস্মীভূত হয়, তিনি নির্বাসন দন্ডে দন্ডিত হন। জীবিত অবস্থায় তাঁহার প্রতিভা স্বদেশে অনাদৃত ছিল। তাঁহার দেহত্যাগের অর্ধশতাব্দী পর হইতে জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরা তাঁহার রচনার মর্যাদা বুঝিতে আরম্ভ করেন।

গজনবীর আবুল মজদ মজদুদ বিন আদম সানায়ী একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার যৌবনের প্রথমভাগে গজনবীর দরবারে যোগদান করেন এবং অনেক কবিতা লিখেন। কিছুদিন পর তিনি হজ পালনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বাহির হন এবং খোরাসান প্রদেশের নানা স্থানে ভ্রমণকালে অনেক দরবেশ ও সুফীর সঙ্গে তাঁহার দেখা হয় এবং তাঁহাদের সান্নিধ্য, আলাপ-আলোচনা ও উপদেশের ফলে তাঁহার মনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি সুফীদের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'হাদিকাতুল হকিকত', 'দীওয়ান' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আত্তার (রঃ) ও সানায়ীর (রঃ) পর পারস্যের শ্রেষ্ঠ কবি, সুফী ও দার্শনিক জালালউদ্দিন রুমীর (রঃ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার মসনবী কাব্যের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। মসনবীকে ফার্সী ভাষার কোরআন হিসাবে অভিহিত করা হয়। তাঁহার রচিত অন্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'দীওয়ান-ই-শামস তাবরীজ' ও রুবাইয়াত প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টীয় নবম শতক হইতে শুরু করিয়া ইসলামী জগতে যেসকল সুফী দার্শনিক সুফী মতবাদ ও দর্শন সম্বন্ধে মতবাদ প্রচার বা গ্রন্থাদি রচনা করেন তিনি তাঁহাদের ভাবধারা গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপর বুদ্ধি, সৃজনশীল কল্পনা ও গুণগ্রাহীর আবেগ প্রয়োগ করিয়া সুফী মতবাদ ও দর্শনকে নবরূপ দান করেন। তাঁহার মৃত বুদ্ধির চিন্তাধারা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দার্শনিক মতবাদের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও যুক্তির ব্যবহার মুসলিম দার্শনিকদের চিন্তার ক্ষেত্রে শক্তিশালী যুক্তিবাদী না হইলেও অনেকখানি গোঁড়ামিশূন্য হইতে সাহায্য করিয়াছে। তাঁহার সার্বজনীন প্রেমনীতি একদিকে দর্শনের মূল কথা প্রতিষ্ঠা ও অন্যদিকে সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগাইতে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করিয়াছে।

এই যুগের সুফী কবি শেখ সাদী (১১৭৫-১২৯৫ খ্রীঃ), কবি হাফিজ (১৩১৫-১৩৯১ খ্রীঃ), আব্দুর রহমান জামী ওরফে মোল্লা জামী (১৪১৪-১৪৯২ খ্রীঃ) প্রমুখ সুফী দার্শনিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলামের তিনজন শ্রেষ্ঠ সুফীর মধ্যে রুমি (রঃ) একজন। অপর দুইজন ইবনুল আরাবী (রঃ) ও আল গাজ্জালী (রঃ) এই তিনজনের মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই সুফীবাদ অগ্রসর হইয়াছে।

সুফীবাদের মূল ধারার আলোকে সুফী দর্শন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পাইতে পারি। সুফীবাদের মূল ভিত্তি আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব। সুফীদের মতে কোরআনের দুই অর্থ আছে। এক ঃ জাহির বা ব্যক্ত অর্থ। ইহা সাধারণের জন্য। অপরটি বাতিন বা গুপ্ত অর্থ। ইহা সুফী সাধকদের জন্য। সুফীরা এই বাতিন তত্ত্বের নির্দেশ গ্রহণ করেন। সুফীতত্ত্বে আল্লাহ্‌ অনাদি, অনন্ত, সর্বজ্ঞানময় ও সর্বশক্তিময়। এগুলিই তাঁহার একমাত্র স্বরূপ নয়। তাঁহার বিশেষ রূপ আনন্দস্বরূপ, আনন্দময়, প্রেমময়। আনন্দের অভিব্যক্তি প্রেমে। সুতরাং আনন্দস্বরূপ আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে প্রেমস্বরূপ। এই প্রেমস্বরূপতাই তাঁহার মূল স্বরূপ। ইহাই সুফীদের কাছে প্রকাশিত। সুফী আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলকে ভালবাসে, সকলকে সম্মান করে, সকলের প্রেমলাভের আকাঙ্ক্ষা করে। সুফী মতবাদ এক অভিনব এবং প্রেমের দর্শন উপস্থাপিত করে। সুফী মতবাদ দার্শনিক যুক্তিমূলক জ্ঞানবাদ নয়। ইহার স্থান মস্তিষ্কে নয়, দর্শনের যুক্তি-তর্কে নয়, ইহার স্থান হৃদয়ে অন্তরের অন্তঃস্থলে, গভীর অনুভূতির মধ্যে। সুফী মতবাদ যাহারা প্রচারিত হইতে যে সমস্ত সুফী তাত্ত্বিক, সাধক ও দার্শনিক সুফী মতবাদ সম্বন্ধে প্রচার বা গ্রন্থাদি রচনা করেন, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ পরিণতি মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি (রঃ)।

সহায়কগ্রন্থ ঃ

(১) Arberry, A. J. : Sufism. 1969, London, (২) Arnold, S.T. : Legacy of Islam. 1960. (৩) Nicholson, R.A : The Mystics of Islam. london, 1963. (৪) মোঃ সোলায়মান আলী সরকার ঃ ইবনুল আরাবী ও জালালউদ্দিন রুমী, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ২-২০।

ইত্তেফাক / নূরুজ্জামান মানিক